অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মাসের নাম : ডিসেম্বর/২০২১

বিবেচ্য মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা			পূর্ববর্তী মাসের জের	মোট অভিযোগ (১+২+৩+৪)	অন্য দপ্তরে প্রেরিত	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	চলমান অভিযোগ		অভিযোগ নিষ্পত্তির হার (নিষ্পত্তিকৃত X ১০০% (মোট নিষ্পত্তিযোগ্য অভিযোগ))
ওয়েব সাইটের মাধ্যমে	প্রচলিত পদ্ধতিতে	স্বপ্রণোদিতভাবে গৃহীত					নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়নি	নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৩টি				১৩টি	০৩টি	**১. (ID- 11109)** মহোদয়, আসসালামু আলাইকুম, যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য ০৩-১২-২০২১ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৭:২৫ ঘটিকায় ফুলবাড়ী, দিনাজপুর বিআরটিসি বাসযোগে আমার স্ত্রী ও সন্তান (৫)-কে ফুলবাড়ী হতে ঠাকুরগাঁও-এ প্রেরণ/যাওয়ার জন্য কাউন্টারে নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধপূর্বক টিকেট সংগ্রহ করে অপেক্ষা করছিলাম। বিআরটিসি গাড়ীটি নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ৭:৪০ ঘটিকায় আসলেও কাউন্টারর সামনে অন্য প্রতিষ্ঠানে গাড়ী থাকায় বিআরটিসি গাড়ীটি কাউন্টার পার হয়ে ২০-২৫ মিটার দূরে থামায়। দিনাজপুরে কোন এক পরীক্ষার কারণে পরীক্ষার্থী ও যাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকায় বাসটি ছাড়তে একটু বিলম্ব হওয়ায় আমাদের ও কয়েকজন যাত্রীকে না নিয়ে বিআরটিসি বাসটি ছেড়ে দেওয়ার উপক্রয় হচ্ছিল। তখন লক্ষ্য করলাম যে, দিনাজপুর রুটে চলাচলকারী অন্য প্রতিষ্ঠানের গাড়ীর সদস্য/প্রতিনিধি বিআরটিসি গাড়ীটিকে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে এবং এক পর্যায়ে গাড়ীতে উঠে দড়জায় দাঁড়ানো উক্ত বিআরটিসি গাড়ীর সম্ভবত কন্ডাক্টর-এর শার্টের কলার ধরে পুনরায় হুমকিসহ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে এবং এ রুটে গাড়ী কিভাবে চলে তা নিয়েও হুমকি দিচ্ছিল। অপরদিকে আমার স্ত্রী ও সন্তানকে গাড়ীতে উঠতে দিচ্ছিল না। পরিস্থিতির উপায় না পেয়ে আমি গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে হাতে ইশারা করে চালককে আমার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার অনুরোধ করি। আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে জোর করে গাড়ীতে স্ত্রী ও সন্তানকে নিলে অন্য প্রতিষ্ঠানের গাড়ীর সদস্য/প্রতিনিধি আরো উত্তেজিত হয়ে কন্ডাক্টরের শার্টের কলার ধরে নামানোর সময় আমার বাধার কারণে নামাতে পারেনি। পরে উক্ত সদস্য/ প্রতিনিধি নেমে যায়। আমি নিচে থাকায় আমাকে শুধু বললো এই কন্ডাক্টরের খবর আছে। আমার প্রশ্ন হলো- বিআরটিসি সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও অন্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য/প্রতিনিধি “সময়” নিয়ে কিভাবে হুমকি দেয়। সময় নিয়ে সমস্যা হলে যাত্রীগণ অভিযোগ করবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া, চলার পথে সমস্যা হতেই পারে। কিন্তু কোন ক্ষমতাবলে শার্টের কলার ধরে যা বোধগম্য নয়।এভাবে সুযোগ দিলে অপশক্তিগুলো মাথাচারা দিয়ে উঠবে। ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বিআরটিসি গাড়ীটি কোথা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে আমার এ মুহূর্তে জানা নেই। তবে, যতদূর জানি ফুলবাড়ী হতে সকাল ৭:৪০ ঘটিকায় দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় এর উদ্দেশ্যে দিনে একবারই গাড়ীটি যায়। গাড়ীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার।	-	-	১০০%

						আরো উল্লেখ্য যে, পরে স্ত্রী'র মোবাইলে ফোন করে বিআরটিসি'র কন্ডাক্টরের সাথে আলাপ করে জানতে পারি যে, তাঁর বুক পকেটে রক্ষিত প্রায় ৮০০/- টাকা থাবা মেরে জোর করে নিয়ে গেছে, যা অত্যান্ত দুঃখজনক। এমতাবস্থায়, বিআরটিসি গাড়ীর সদস্যকে অন্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য/প্রতিনিধি "সময়" নিয়ে কথা বলার এবং শার্টের কলার ধরা অর্থাৎ সন্ত্রাসী মনভাব দেখানোর অধিকার কে দিল তাঁর বিচার চাই বা এ বিষয়ে আপনাদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি এবং কি পদক্ষেপ নিলেন দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন। নতুবা আমি পুনারায় আপনারের সাথে যোগাযোগ করবো। **জবাব:** গত ০৩/১২/২০২১ তারিখ রোজ (শুক্রবার) দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী নামক উপজেলায় সকাল আনুমানিক ৭.৪০ মিনিটে দিনাজপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণাধীন LoC-2 এর আওতায় হিলি টু পঞ্চগড় রুটের ঢাকা-মেট্রো-ব-৫৪৯৩ রেজিঃ নম্বর নতুন টাটা বাসের কন্ডাক্টরের সাথে যাত্রী উঠানামা নিয়ে উক্ত রুটের দিনাজপুর মোটর মালিক সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বাসের চালক, কন্ডাক্টর ও হেলপার উক্ত বাসের স্টাফদের শার্টের কলার ধরে লাঞ্ছিত করাসহ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এমতাবস্থায়, উক্ত বিষয়টি একজন সাধারণ যাত্রী লিখিতভাবে প্রধান কার্যালয়ে অবগত করেন। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে ডিপো হতে মতামত চাওয়া হয়। বিআরটিসি একটি সরকারী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবতার রুটে প্রায়শই মোটর মালিক সমিতির লোকজন দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হতে হয়। পরবর্তীতে কখনও প্রশাসনের সহযোগিতায় মিমাংসা করা হয়। আবার কখনও কখনও মালিক সমিতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মিমাংসা করা হয়। যদিও দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা হিসেবে এই ঘটনাগুলো অনাকাংখিত। **২. (ID- 11130)** ঝিনাইদহ হইতে কুষ্টিয়া পাকসি সেতু পর্যন্ত রাস্তার খুব দুরবস্থায় অনেক ভাংগা অনেক গরতো মনে হয় জেনো গরুর গাড়ি চলার রাস্তা ৬৫ কিলোমিটার মধে ২৫ কিলোমিটার রাস্তা চলার উপোজগি আছে আমি একজন ড্রইভার সারা বাংলাদেশের মধে এতো খারাপ রাস্তা আর নাই পাসের জেলা ঝিনাইদহ থেকে যশোর মহা সড়ক ঝিনাইদহ থেকে কালিগঞ্জ বারিনগর বাজার পর্যন্ত রাস্তা ভাঙ্গা গানা গর্তে ভরা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি এই রাস্তা গুলি ঠিক করে গাড়ি চলার উপো জুকতো করেদেন আর বিনিতো অনুরোধ করছি এই দুই জেলার সড়ক ও জনপদের দাযিত্বে যারা আছে তাদেরকে প্রত্যাহার করুন। **জবাব:**আপনাকে ধন্যবাদ, অভিযোগ-টির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহাসড়ক ২ টি'র মোট ৫২ কি.মি. এর মধ্যে প্রায় ১১ কি.মি. সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ। এই মহাসড়ক ২টি দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫-১৬ হাজার ভারী ট্রাক ও দূরপাল্লার বাসসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। জাতীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সড়ক ২টির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সম্প্রতি আগাম ও অতিবৃষ্টির কারণে জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর আলহেরা (চেইঃ ১০৫+৯৪০ হতে ১০৭+০০০ মি), চুটলিয়ার মোড় (চেইঃ ১০৮+৩০০ হতে ১০৮+৬০০ মি), বিষয়খালী হতে দোকানঘর (চেইঃ ১১১+৮০০ হতে ১১৪+৭৭০ মি), বেজপাড়া (চেইঃ ১১৬+৩৫০ হতে ১১৭+০৫০মি) ও কালীগঞ্জ উপজেলা অফিসের সামনে (চেইঃ ১১৮+৯৬০ হতে ১১৯+২৩০ মি), মোট= ৬.০ কিলোমিটার সড়কাংশে বড় বড় ক্রাকসহ গর্ত সৃষ্টি হয়ে বেহাল দশা হয়ে গেছে এবং যান চলাচলের চরম বিঘ্ন ঘটছে । বিভাগীয়ভাবে ২ টি ট্রাক ও শ্রমিক দ্বারা কোথাও কোথাও Soling-HBB করে কিংবা খোঁয়া/পাথর গ্রাউটিং করে রাস্তাটি চলাচল উপযোগী রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। গত বছরের এ সকল স্থানে পিএমপি (মাইনর) এর আওতায় স্বল্প পরিসরে ইমার্জেন্সি মেরামত কাজ করা হয়েছিল যা অতিবৃষ্টির কারণে স্থায়ী হয়নি। তাই সড়কটির ৬.০ কিলোমিটার অংশ যথাযথভবে সংস্কার কাজ করার জন্য ১০.০ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়ে সওজ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পিএমপি (মেজর-২য় ফেজ)- এ উক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেলে দরপত্র আহবান করা হবে এবং সড়ক সংস্কার করা			

						হবে। অন্যদিকে, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী ফেরী-দাশুরিয়া (এন-৭০৪) সড়কের চানপাড়া (০+৯৮০ হতে ১+৫০০ মি.), চরখাজুরা (২+৭৫০ হতে ৫+২০০ মি.), ভাটই বাজার (৬+৮৪০ হতে ৬+৯৩০ মি.), আহসান নগর (৭+৭০০ হতে ৭+৮০০ মি.), গাড়াগঞ্জ (১২+২০০ হতে ১৩+০৫০ মি.), গাড়াগঞ্জ বাজার (১৩+৩৫৪ হতে ১৪+০০০ মি.) এবং শেখপাড়া হতে ই.বি গেট (২১+২৩০ হতে ২১+৫১৫ মি.) মোট=৫.০০ কিলোমিটার সড়কের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এ সকল অংশে সড়কে ছোট-বড় গর্ত, সড়ক সার্ফেসে ক্রাকসহ কোথাও কোথাও বিটুমিনাস লেয়ার উঠে গেছে। এর মধ্যে শেখপাড়া, ভাটই বাজার, আমতলাসহ কয়েকটি স্থানে Soling-HBB করে কিংবা কোথাও কোথাও খোঁয়া/পাথর গ্রাউটিং দ্বারা মেরামত করে সড়কটি সচল রাখা হয়েছে। নিয়মিত পটহোলস মেরামত কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পিএমপি (মেজর) এর আওতায় উক্ত সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ ১৩.৮৮ কিঃ মিঃ সড়কাংশে ওভারলে কাজ ধরা ছিল। ঠিকাদার মাত্র ৮.৮৫ কিঃ মিঃ ওভারলে কাজ করার পর বাকি অংশ করতে অপারগতা জানিয়ে অব্যহতি পত্র প্রেরণ করেন। যার প্রেক্ষিতে কৃতকাজকে চুড়ান্ত গন্য করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এপ্রিল' ২০২১ - এ চুক্তিটি বাতিল করা হয়। অবশিষ্ট ৫.০০ কিঃ মিঃ অংশে ঠিকাদার কাজ না করায় প্রায় একটানা 5-6 বছরের ভারী বর্ষন ও অতিরিক্ত ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে আরও বেহাল দশা হয়ে গেছে। চুক্তি বাতিলের পর ২০২১-২২ অর্থ বছরের পিএমপি (মেজর) এর আওতায় অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে গত সেপ্টেম্বর' ২০২১ মাসে দরপত্র আহবান করা হয়। বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। দরপত্র মুল্যায়ন শেষে ঠিকাদার নিয়োগ হলে দ্রুত সড়কটি মেরামত করা হবে। **৩. (ID- 11143)** রবরব গাড়িতে অতিরিক্ত ভাড়া নেয়া প্রসঙ্গে। রামপুরা ব্রিজ থেকে মহাখালী আমতলি দূরত্ব ৪.৬ কি।মি। ২.১৫ টাকা হারে ভাড়া হয় ১০ টাকা। কিন্তু রবরবে ভাড়া নিচ্ছে ২০ টাকা । তাদের নাকি ২টা চেক তাই ২০ টাকা। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করছি। **জবাব:** আপনার অভিযোগের জন্য ধন্যবাদ। সম্প্রতি সরকার ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করার কারনে গনপরিহনেও ভাড়া বাড়ানো হয়। এই সুযোগে কিছু লোক বাস ভাড়া বাড়ানোর নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিআরটিএ এবং প্রশাসন অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। যাত্রীদের ও সরকার নির্ধারিত ভাড়া দেয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এবং এধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সহ অভিযোগ দাখিল করলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। **৪. (ID- 11164)** একই পদে ১০ বছর কর্মরত আছি,পদন্নতি প্রয়োজন। কবে নাগাদ পদোন্নতি পাওয়া যাবে জানালে বাধিত থাকিব। **জবাব:** আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিআরটিসি-তে কর্মরত স্থায়ী অপারেটর (চালক)'দের পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **৫. (ID- 11177)** মনজিল পরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া নেয়া প্রসঙ্গে উত্তরা আজমপুর থেকে শনির আখড়া পর্যন্ত দূরত্ব ২৭ কি.মি.। ২.১৫ টাকা হারে ভাড়া হয় ৫৮ টাকা । কিন্তু মনজিল পরিবহনে ভাড়া নিচ্ছে ৮০ টাকা । এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করছি।			

জবাব: আপনার অভিযোগের জন্য ধন্যবাদ। সম্প্রতি সরকার ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করার কারনে গনপরিহনেও ভাড়া বাড়ানো হয়। এই সুযোগে কিছু লোক বাস ভাড়া বাড়ানোর নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিআরটিএ এবং প্রশাসন অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। যাত্রীদের ও সরকার নির্ধারিত ভাড়া দেয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এবং এধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সহ অভিযোগ দাখিল করলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬. (ID- 11191)
বিষয় :- 30 বছর পর্যন্ত যে আবেদন করার নিয়ম পূর্ব হতে আছে , তা 40বছর পর্যন্ত আবেদন করার অনুমতি সহ প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি

Asslamoalykom wahrahmatollahy

দেশের মধ্যে জানুয়ারি 2022 হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়োগে বয়সের রেঞ্জ 30 হতে 40 তে করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি । এতে দেশের এবং জনগণের কোন রকম ক্ষতি হবে না । বরং দেশ এবং শিক্ষিত জনগণের লাভ হবে । শিক্ষিত মেধাবী ছাত্র বা লোক যারা বেকার আছেন, এখনো পর্যন্ত কোন চাকরি পাইনি। তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে । এবং দেশের বেকারত্ব কমবে । এবং ঐ ছাত্রের দেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ হবে । এছাড়া অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে শিক্ষারথীদের পাঠদান প্রদান হবে। কারণ যাদের একটু বয়স বেশি তাদের অভিজ্ঞতা ও বেশি। কিন্তু বয়স বৃদ্ধি না করলে এ সামান্য বয়সের জন্য লাখ লাখ শিক্ষার্থী বেকার থেকে যাবে । ভালো ভালো শিক্ষারথী দেশের সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবে । তাই সরকার শুধু ব্যাংক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হলেও কমপক্ষে বয়সের রেঞ্জ 40 পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়ার ফলে কত উপকার দেশের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে তা অচিরেই দেখতে পারবেন । তাই আগামী জানুয়ারি হতে প্রাথমিক এবং ব্যাংক চাকরিতে বয়সের রেঞ্জ 40 পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়ে 1/2 বছর দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন । আমাদের আবেদনের বিষয় সত্য কি না

এছাড়া যারা ত্রিশ বছরের ভেতর আছে তাদের তো এমনেতে অনেক সরকারি চাকরি তে আবেদন করার সুযোগ থাকছেই । কিন্তু যাদের একটু বয়স বেড়ে গেছে তাদের কি অবস্থা হচ্ছে সে কথা একটু সরকার কে ভেবে দেখা খুবই জরুরি । কারণ BCS সহ নানাবিধ সরকারি চাকরি তে 30 বছর পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া আছে । কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সময় যে কোন নরমেল সাবজেক্ট অনার্স কমপিলিট করতে যে 25/27 বছর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে তারপর মাস্টার্স তারপর চাকরির জন্য দরখাস্ত । তাই এ সব দিক বিবেচনা করে এখন BCSও 30 কে হতে 35 বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করাও জরুরি । এবং ব্যাংক এয়ারলাইন্স এয়ারপোর্টে প্রাথমিক বিদ্যালয় , উচ্চ বিদ্যালয়ে নরমেল ডিগ্রি সহ ফাযিল সমমান কে ও 40 বছর পর্যন্ত চাকরি তে আবেদন করার সুযোগ সংবলিত প্রজ্ঞাপন সরকার পক্ষ হতে অনুমতি প্রদান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি , এতে যদি ও নরমেল ডিগ্রি পাশের ভেতর কম্পিউটার পারদর্শী প্রোগাম চালনায় পারদর্শী হয় সেক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব কিছু নয় । তাই প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়োগ এবং ব্যাংক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নরমেল ডিগ্রি পাশকে ও দরখাস্ত সুযোগ অনলাইনে রাখার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষটি কামনা করছি । এতে দেশের সর্বত্র শান্তি সহ বেকারত্ব দূরিভূত হবে । যত আয় থাকবে তত শান্তি থাকবে । তাই আমাদের সরকারকে এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত নিয়ে দ্রুত জানুয়ারি হতে অনুমতি প্রদান করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি । এমনেতে করোনাভাইরাস মহামারির জন্য দেশের অনেক নাগরিক সমস্যাই জর্জরিত তাই সকল দিক বিবেচনা করে সরকার শুধু অনুমতি সহকারে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের নিয়ম জারি করে দিলেই হয়ে

						যাচছে এর ফলে সব শিক্ষারথী অটোমেটিক ভাবে শান্তি পাবে । 40 বছরের আগে যাদের চাকরি হয়ে যাবে তাদের তো নতুন করে দরখাস্ত করতে হচছে না । কিন্তু বয়স রেঞ্জ না থাকাতে অনেকে দরখাস্ত করতে না পেরে অনেক মেধাবী ছাত্ররা সরকারি চাকরি হতে বঞ্চিত হয়ে, দেশ ও জনগণের সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে । তাই এ সব দিক বিষয় সরকার চিন্তা করে দ্রুত মেধাবী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এবং জনগণের স্বার্থে বয়স বৃদ্ধি করে অনুমতি প্রদান করার জন্য বিশেষ ভাবে আহবান জানাচ্ছি। **জবাব:** আপনার আবেদনকৃত বিষয়টি এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অনুগ্রহ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনাকে ধন্যবাদ। **৭. (ID- 11243)** Asslamolaykom এ কয়েক টি পেপার কপি এ সপ্তাহে র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কপি । আপনার সমীপে উপস্থাপন করলাম যেন কোন দেশের শিক্ষিত নাগরিক এদের দ্বারা প্রতারিত না হয় । এসব নিয়োগ এরিয়া র লোক অফিস, নাম্বার মেইল ঠিকানা সব ,RAB বাহিনী ডি বি সহ গোয়েন্দা নজর দারির মাধ্যমে এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি । বিশেষ করে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি শিক্ষা মন্ত্রী , আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মাননীয় মন্ত্রী সহ মন্ত্রণা লয়ে সচিবদের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন কেউ প্রতারিত না হয়ে যথাযথ চাকরি পাই সে বেবস্থা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি । বেতনের ফিগার দেখিয়ে ফি বাবদ বলে বলে যেন লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিতে না পারেন সেজন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি । কিছু পেপার এখানে যুক্ত করতেছি । বাকি অন্যান্য আরো পেপার চাকরি র সংবাদ এবং চাকরির খবর" পত্রিকা পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবেন । তাই আজ এবং কালকের মধ্যে এ পে পার যুক্ত ঠিকানা গুলো পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। **জবাব:** আপনার আবেদন/অভিযোগের বিষয়টি এ বিভাগর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অনুগ্রহ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো। আপনাকে ধন্যবাদ। **৮. (ID- 11272)** সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। আমি এবং আমার বন্ধু মিলে কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় থেকে BRTC AC বাসে ইটাখোলা গমনের উদ্দেশ্যে টিকেট কাটতে যাই। টিকেট বিক্রি করার সময় কাউন্টারে অবস্থানরত সবাই বলেন বাসে সিট ফাঁকা আছে টিকেট কেটে উঠেন। টিকেট কেটে বাসে সিট ফাঁকা না পেয়ে হতাশ হয়ে কাউন্টারে অবস্থানরত সবাই বললেন উনারা দাঁড়িয়ে যেতে বলেন এবং কিছু স্টপেজ পর ফাঁকা হলে বসতে বলেন। কিন্তু আমরা অনুরোধ করি যে পরের বাসে সিট নিয়ে যাই অথবা আপনি আমাদের মূল্য ফেরত দিন। ওখানে অবস্থানরত কেউই এই অনুরোধে সাড়া না দিয়ে বলেন এই বাসেই দাঁড়িয়ে যেতে হবে, টাকা ফেরত হবে না। উনাদের অনুরোধ করলে আমাদের উপর চড়াও হয় সবাই মিলে। উপায় না পেয়ে অনুরোধ করি লোকাল BRTC বাসে ঐ ভাড়ায় সিট নিয়ে দিতে। এরপর একজন এসে আমাদের লোকাল বাসে সিট নিয়ে দিয়ে রায়। এখানে উল্লেখ্য BRTC AC বাসের ক্রয়কৃত টিকেটের মূল্য ছিল (১৮০+১৮০)=৩৬০/- টাকা। এবং লোকাল BRTC বাসে ভাড়া ছিল ১৩০+১৩০=২৬০/- টাকা। উনাদের অনুরোধ করলেও বাকি টাকা ফেরত দেয় নি।			

BRTC AC বাসে প্রিন্টিং টিকেট বিক্রি করার উদ্যোগ নেয়ায় আমি কতৃপক্ষকে শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু আপনাদের জনকল্যাণমূলক কাজকে কিছু লোকজনের কারনে হয়রানি মূলক কাজে রূপান্তর হচ্ছে। আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা এসব অভিযোগ অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথা উপরোক্ত ব্যবস্থা নিবেন।

জবাব: গত ২৩/১২/২০২১ তারিখ জনাব মোঃ নাদিম মাহমুদ একজন সম্মানিত যাত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে উক্ত যাত্রীর সাথে ম্যানেজার (অপাঃ), মিরপুর বাস ডিপো আলাপ করে উক্ত কন্ডাক্টরের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা ঘটবেনা বলে আসস্ত করেন। তাছাড়াও এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট বাসে কর্তব্যরত কন্ডাক্টরকে ব্যাখ্যাসহ জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এতে উক্ত যাত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৯. (ID- 11295)

asslmaolaykom

বিষয়:কালভার্ট বা ছোট ব্রিজ এবং অক্সিজেন মোড় সংলগ্ন এরিয়াতে ছোট পরিসরে চৌমুখী ফ্লাইও ভারের আবেদন

আমরা অনেকবার মেইল দিয়ে ছিলাম। এখনো পর্যন্ত এ টানা ব্রিজ টি কালভার্ট ব্রিজ বা ছোট ব্রিজ ঢালাই যুক্ত ভাবে তৈরি করা হয়নি। তাই এ শীত মৌসুমে এ ব্রিজ টি পূর্ণ মেরামত করে জনগণের দীর্ঘ দিনের ঝুঁকি দূরিভূত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ ব্রিজ টি চট্টগ্রামস্থ সিটি কর্পোরেশনের অক্সিজেন মোড় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিম শহীদ নগর মরহুম আতর আলী মেম্বারের রোড স্বপ্ন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ নিকটস্থ ব্রিজটি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

এবং অক্সিজেন মোড়ে একটি চৌমুখী ফ্লাইওভারের ব্রিজ তৈরি করে যানজট মুক্ত করে জনগণের দীর্ঘ দিনের দুরভোগ দূরিভূত করার আহ্বান জানাচ্ছি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল মোড় সংলগ্ন হতে মৌলানা আলহাজ্ব মরহুম নূরুল ইসলাম হাসেমী (রহঃ) এর মাদ্রাসা গেইট এবং ঐ গেইট হতে রূপাবাদ NCC ব্যাংক এবং কুয়াইশ ever care hospital মুখি রোডের হলি চাইল্ড স্কুলে অবতরণ যুক্ত চৌমুখী ফ্লাইওভারের মাধ্যমে বহুদিনের যানজট দূরিভূত করে জনগণের জীবন যাত্রা র মান উন্নত করার আহ্বান।

জবাব: জনাব, আপনাকে ধন্যবাদ, উল্লেখিত এরিয়াটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন নয়। এই বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১০. (ID- 11296)

আসসলামু আলাইকুম

দেশের বিমান বন্দর গুলো এ কেমন পরিস্থিতি। মধ্যে প্রাচ্যের সব আরব দেশে যেতে এতো বিমান ভাড়া বৃদ্ধি কেন? এ জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছি। যেন অতিরিক্ত লাভ না করে সকল যাত্রী শান্তি পূর্ণ ভাবে যাওয়া আসা করতে পারেন সেজন্য বিমান ভাড়া সকল বিমান কোম্পানি তাদের অতিরিক্ত লাভ না করে একরোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ সকল মধ্যে বিত্ত পরিবারের জনগণ UAE Kuwait oman Bahrain qatar Saudi Arabia

						সহ সকল মুসলিম দেশের মধ্যে যথাযথ ভাবে যেতে পারেন; ভাড়া বৃদ্ধি করে হয়রানির শিকার না হয় :; সেজন্য সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী র সুদৃষ্টি কামনা করছি। এবং বিমান কোম্পানি এগুলোর সাথে চক্রবাজ রা যুক্ত হয়ে এবং করো না ভাইরাসের দোহাই দিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে যাচ্ছে তাই আমাদের সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে ভবিষ্যতে যেন কোন জনগণ যাত্রী হয়রানি না হয় ; সেজন্য সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা এবং সবিনয়ে আবেদন করিতেছি যে আমাদের দেওয়া তথ্য দ্রুত পর্যবেক্ষণ করে সকল যাত্রী ভাড়া যথাযথ করে সুন্দর সুনিপুণ ভাবে শান্তি ভাবে সকল যাত্রী যাতায়াত করতে পারে সেজন্য সরকার সকল স্তরে সুন্দর সুনিপুণ ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন। **জবাব:** আপনার আবেদন/অভিযোগের বিষয়টি এ বিভাগর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো। আপনাকে ধন্যবাদ।			

10/01/22

(মোঃ আনিসুর রহমান)
যুগ্মসচিব
ও
অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, জিআরএস
ফোন: ০২-২২৩৩৫৫৫১৯